International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-VIII, September 2015, Page No. 1-12
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

জীবনানন্দ দাশের নন্দনতাত্ত্বিক কাব্যভাবনা

ড. সুশান্ত ঘোষ
কলকাতা, ভারত

Abstract

'Nandantattwa' is a Bengali philosophical word dealing with the nature art and beauty. The concept of the Nandantattwa in the field of literature means critical reflection on art, culture, and nature. Every poet has a self-idea and contribution about his creation because every poet is a different person from others, toward his style mind and eyesight. Rabindranath Tagore, William Shakespeare, Keats, Eliot -every great composer have a different explanation about their philosophy of life and aesthetics. Jibanananda Dash was a great poet of modern Bengali Literature. His concept about the Nandantattwa is very nearest and little different from Tagore and Yeats. Philosophical idea of Jibananda Dash was mainly based on Indian philosophy with western modernism. He was surrealist and metaphysical in nature. He believed that art is the worship of beauty and beauty is its own recommendation. But the contemporary issues are very much important for a great poet. He told that clarity of time-knowledge, philosophical, historical consciousness and universal idea is the necessary parts of a poet. Actually his concepts about the poem and poetry are very much similar to the well-known theory in literature 'art for art's sake' and 'play theory'. He feels beauty can't be defined but beauty is the key component of art and the aesthetic experience. He saw art as necessary aiming at absolute beauty and most perfect kind of knowledge that scene experience can here.

Key words: ***Nandantattwa, aesthetics, Jibanananda Dash, western modernism, metaphysical***

(পর্ব-১)

জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি কবির নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক মনন ও চিন্তনকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে কবিতা লিখলেই কাউকে কবি হিসাবে মেনে নেওয়া সঠিক নয় কেননা 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি'। বাস্তবিকই তাঁর এই উপলব্ধি যথেষ্ট যুক্তি সংগত। কেননা কবি হতে গেলে একটা মাত্রা থাকা উচিৎ। এই মাত্রাই কাউকে ক্ষণজীবি করে আবার কাউকে চিরকালের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তোলে। সেকারণে প্লেটো ভালো কবিদের কয়েকটি গুণের কথা বলেছিলেন যাকে তিনি ভগবৎ প্রেরণা বলে অভিহিত করেছিলেন। "For all good poets, epic as well as lyric. Compose their beautiful poems not by art, but because they are inspired and processed. And as the corybantian revelers when they dance are not in their right mind, so the lyric poets are not in their mind when they are composing this beautiful strains." একথা বলেছিলেন প্লেটো। জীবনানন্দ দাশ এই বিষয়টিকেই ব্যক্ত করেছেন অনবদ্য ভাষায়। — "কেননা তাদের হৃদয়ের কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তার পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকিরণ তাদের সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছে কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়;

নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করার অবসর পায়।” অর্থাৎ কবি হতে গেলে কয়েকটি গুণ থাকা অবশ্য দরকার তা না হলে তাকে কবি অভিধায় অভিহিত করা সম্ভবপর নয়। সূত্রাকারে বললে দেখা যাবে —

১) হৃদয়ের মধ্যে কল্পনাচরিতা থাকবে কিন্তু সেই কল্পনা বাস্তব বিচ্যুত হবে না। মনের মধ্যে যে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্রতা রয়েছে তাই প্রকাশিত হবে কল্পনার মধ্য দিয়ে।
২) কবির মধ্যে যে চিন্তা বা অভিজ্ঞতা তা ক্ষণিকের ব্যাপার নয় শতকের পর শতক অর্থাৎ প্রাচীন কাব্যসমাজের সঙ্গে দীর্ঘ পরিচয় ও আধুনিক কাব্যধারার নিবিড় অভিজ্ঞতাই কবির মনন ও চিন্তনকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করবে।
৩) এই প্রাচীন ও সমকালীন কাব্যধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় কেবল তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা হৃদয়ে কল্পনা করতে জানে এবং কল্পনার মধ্যে বাস্তবতা বোধ থাকবে বা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসে।
৪) এই তিনটি গুণ একত্রে থাকলেও বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে তবেই সে কাব্য রচনার অবসর খুঁজে পায়।

অর্থাৎ কবিতা কোন সোনার ‘পাথরবাটি’ নয়। কবিতা হল বাস্তব অভিজ্ঞতার কল্পনাময় রূপ। সেই কারণেই কবি ‘অভিজ্ঞতা’ ও ‘স্বতন্ত্র’ শব্দদুটি অত্যন্ত সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। কেননা অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের স্বতন্ত্রতা না থাকলে কবিতা লেখা সম্ভব নয়। হার্ডওয়ার্ড ফাস্টের বক্তব্যও প্রায় একার্থক। তিনি বলেছেন—“It would be more correct to describe naturalism as a retreat from realism being that literacy synthesis which through selection and creation heightens for the reader his understanding of reality”
অর্থাৎ বাস্তবকে হৃদয় ও মনীষা দিয়ে গ্রহণ বর্জন করার যে ক্ষমতা সেটি যে কোন শিল্পীর থাকা দরকার। কবি জীবনানন্দ এই বাছাই করার ক্ষমতাকেই ‘স্বতন্ত্র সারবত্তা’ বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করতেন যে বাস্তবকে হুবহু তুলে ধরলেই তা ইতিহাস হতে পারে কিন্তু কাব্য হতে পারে না। তাই “আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মতো। ... বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।” অর্থাৎ নান্দনিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের মতাদর্শ প্রায় একই।

কিন্তু জীবনানন্দ দাশ কবির কল্পনাকে প্লেটোর মতো দৈবী প্রেরণা বলে মানতে পারেননি আবার অন্যদিকে ধরাবাঁধা নিয়মনীতির মধ্যে কাব্যরচনাকেও সঠিক বলে মনে করতে পারেননি। কেননা কাব্য সৃষ্টিতে কবির কল্পনাকে দৈবী প্রেরণা বলে মেনে নিলে কাব্য নামক ‘সুন্দরজটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে’ ফেলার সামিল হয় এবং কাব্য বিষয়টি অলৌকিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রাবন্ধিক কাব্যকে বাস্তববিচ্যুত করে দেখতে চাননি এবং কাব্যের মধ্যে অলৌকিকতাকেও নিদ্বির্ধায় ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্ততাকে কাব্যের প্রধান গুণ বলেছেন। কেননা কোন বাঁধাধরা নিময়ে কাব্যবেষ্ঠনীর মধ্যে কাব্য দেহ ধারণ করতে পারে, প্রাণশক্তি আনতে পারে না। বস্তুত এই দিকটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইংরেজ কবি বলেছিলেন “Spontaneous overflow of powerful feelings”. কবিও প্রাবন্ধিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘সাহিত্যের কোন শর্ত নেই’ প্রবন্ধে বাঁধাধরা নিয়মনীতিকে সাহিত্যে মেনে নিতে পারেননি। তিনি কমিউনিস্ট’ দেশের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন—“কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যে সাহিত্যের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে, তার সে-সব দেশে সাহিত্যের উপর অনেকগুলি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সব মানুষের মূল্য সমান হলেও সব মানুষের চিন্তা সমান বা একরকম হবে — তার কোন মানে নেই। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে এরকম কোন শর্ত থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু সাহিত্যকে স্বদেশী ঐতিহ্য-সম্পন্ন হতে হবে - এও এক ধরণের শর্ত এবং খুবই ঝাপসা ও সংকীর্ণ ধরণের শর্ত। সাহিত্য কী রকম হবে তা সাহিত্যিক বুঝবেন। গণতন্ত্রে সব মানুষেরই মনের কথা প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকে এবং সাহিত্যিক তো সেই সব স্বাধীন মানুষেরই মুখপাত্র।” বাস্তবিক কবি বা সাহিত্যিক স্বাধীন। জীবনানন্দও এই স্বাধীন চেতা কবি। সে কারণেই তিনি বলেছেন—“যারা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে-পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্ঠনীর ভিতর চমৎকারভাবে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না।” অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনিও স্বতঃস্ফূর্ততায় ও শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকলে স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যই তিনি নিজের কৈফিয়ৎ দিয়ে লিখেছেন—“কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খন্ড-বিখন্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুময় সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়, -একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।” অর্থাৎ কাব্যের উপাদান তিনি বাস্তব সমাজ পরিপার্শ্ব থেকে গ্রহণ করলেও অচিরেই সেই উপাদান হৃদয়ের ভাষা পায় ও সেখান থেকেই কবিতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ

কৃত্রিমভাবে কবিতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কৃত্রিমভাষা ও ভাবে কবিতা লিখলে তা প্রকৃত কাব্যের স্তরে উন্নীত হতে পারে না। কড্‌ওয়েল বলেছিলেন- the vocabulary of the bourgeois poet became esoteric and limited. It was not limited in the sense of limitation of number of words but limitation of usable public values of word" আসলে বুর্জোয়া সাহিত্যের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আলোচনা হলেও জীবনানন্দের ভাবনার সঙ্গে প্রায় এক। প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দ দাশ কৃত্রিমতাকে অর্থাৎ হৃদয়ের যোগ না থাকলে তাকে কবিতা বলতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> "অন্তর হতে আহরি বচন
> আনন্দ শোক করি বিবরন
> গীতরসধারা করি সিঞ্চন
> সংসার ধূনিজালে।"

হৃদয়ের বানীই কবিতার প্রধান শর্ত। জীবনানন্দ দাশ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকেই প্রাধাণ্য দিয়েছেন। কবিতার মধ্যে হৃদয়ের যোগ না থাকলে তা বড় জোর পদ্যের রূপ লাভ করে সেটি কখনোই কবিতার স্তরে উন্নীত হতে পারে না। তাঁর ভাষায় কবিতা সৃষ্টির মুহূর্তে 'এই চমৎকার মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না। পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজ শিক্ষা লোকশিক্ষা, নানারকম বিস্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে; কিন্তু তবুও তাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্য শরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।" কবি মনে করেন মতবাদ দিয়ে সাহিত্যের যথার্থ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এগুলি কেবলমাত্র পাঠক বা সমালোচকদের ভাবায়। মতবাদ পুষ্ট সাহিত্য সমকালীন আবেদন সৃষ্টি হয় বলেই তা ক্ষণস্থায়ী। এবিষয়ে পোপ মননের কথা স্মরণযোগ্য। পোপ সাহিত্যকে দুটি স্তরে ভাগ করেছেন। একটাকে বলেছেন 'Literature of knowledge' এবং আরেকটিকে Literature of power বলেছেন। বস্তুত জ্ঞানের সাহিত্য হল মতবাদপুষ্ট সাহিত্য কিন্তু চেতনার সাহিত্য বা রসসাহিত্য তা স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয় এবং তা পাঠককে হৃদয়ের আবেদন জাগিয়ে তোলে। তাঁর ভাষায়— "The function of the first is to teach, the function of the second is to move. The first speaks to the more discursive understanding the second speaks ultimately it may happen, to the understanding or reason, but always through affections of pleasure and sympathy." প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ হৃদয়ের সাহিত্যকেই আসল সাহিত্য বলতে চেয়েছেন। কেননা যে ভাব ও ভাষা হৃদয় জ্ঞাত নয় সেভাষা কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছিলেন "সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।" জীবনানন্দ সেই ভাবনারই প্রতিধবনি করেচেন। আসলে 'কল্লোলের' আবেদন সেকালে মতবাদকেন্দ্রিক হয়ে দাড়িয়েছিল। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর রমরমার দিনে জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝড়াপালক' (১৯২৬) প্রকাশিত হয়। অনেকে এই কাব্যের কবিতায় স্যুররিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু জীবনানন্দ দাশ কোন মতাদর্শ যে সচেতন মানসে গ্রহণ করেননি এবং এই সব কবিতার ভাস্বনা তাঁর হৃদয়নির্জিত উপলব্ধি সেকথা তিনি অনেকবার বলেছেন। দক্ষিনভারতীয় বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারিকা আম্মা বলেছেন—এই পৃথিবীতে কেবল দুই ধরণের ভাষা আছে একটি জ্ঞানের ভাষা অন্যটি হৃদয়ের ভাষা। এই হৃদয়ের ভাষাই প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দের মতো কবিতা। প্রাবন্ধিক কবিতা বা সাহিত্যের আরো দুটি মুখ্যগুণের কথা বলেছেন। একটি হল শাশ্বত স্থায়ীত্ব, অপরটি হল আনন্দ দান। এবিষয়ে বলে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন সাহিত্য কোন লোকশিক্ষার কাজ করেনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যিকের মধ্যে লোকশিক্ষা দানের বিষয়টি দেখেছিলেন। মার্কসবাদী সাহিত্যিকেরা মূলতঃ সমাজচেতনা গড়ে তোলার জন্যই সাহিত্য রচনা করতেন। কাজী নজরুল ইসলামও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন —

> পরোয়া করি না বাঁচি বা নাই বাঁচি
> যুগের হুজুগ কেটে গেলে
> রক্ত ঝড়াতে পারি না তো একা
> তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা
> বন্ধু বড় দুঃখে
> অমর কাব্য তোমরা রচিও যাহারা আচ সুখে।"

অর্থাৎ কবি ক্ষণস্থায়ী আবেগকেই কাব্যের আকারে লিখে যুগের চেতনা গড়ে তুলতে চেয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষকের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক সাহিত্যিকের মধ্যে লোকশিক্ষককে দেখতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন 'Arts for art shake' অর্থাৎ কেবল সাহিত্যের জন্যই সাহিত্যসৃষ্টি হবে। অতএব সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে আনন্দদান। এই আনন্দ আসে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ থেকে। এই সৌন্দর্যবোধ আসে যখন এই সৌন্দর্য- "transmutes all that it touches and every form moving within its radiance of its presence is changed by wondrous sympathy to an incarnation of the spirit which it breathes" হয়ে উঠে। সেকারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই সাহিত্যের লক্ষ্য'। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উপনিষদে আছে 'আনন্দম্ যদ্বিভাতি ঋল্বিমনি ভূতানি জায়ন্তে' অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টিই হল আনন্দের ফলপরিণাম তাই সাহিত্যেরও শেষ ও একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া দরকার 'আনন্দ দান'। বিশ্বপৃথিবীর অপরিজ্ঞাত বস্তু কবির দৃষ্টিতে পরিজ্ঞাত হয়ে ওঠে। তখন সাধারণ পাঠক সৌন্দর্য্য অনুভব করে। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে। প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়। শেলীর মতে—"It awakens and enlarges the mind itself by rendering receptacle of a thousand unapprehend combinations of thought. Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were not familiar." এজন্যই কবি তাদের চোখে সৌন্দর্য্য সর্বত্র দেখতে পান। জীবনানন্দ দাশও তাই পাখির নীড়ের মতো চোখে'র মধ্যেও সৌন্দর্য্য খুঁজে পান। কবি জন কীটস্ খুঁজে পান সৌন্দর্য্যের নতুন সংজ্ঞা। সৌন্দর্য্যই সত্য। সত্যই সৌন্দর্য্য—

'Beauty is truth, truth beauty'

প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ কাব্যাদর্শে আনন্দবাদী। তিনি আসলে রোমান্টিক সে কারণেই তার কবিতায় আনন্দ ও সৌন্দর্য্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। অনেক সমালোচক তাঁর কাব্যের মধ্যে দুর্বোধ্যতা বা দুরুহতা লক্ষ্য করেছেন। বস্তুতঃ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশের জন্যই এই দুরুহতা সৃষ্টি হয়েছে। রোম্যান্টিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ লক্ষ্যনীয়। আবার তিনি অস্তিবাদী শিল্পী। সেকারণে তিনি শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয় প্রত্যাশা করতে পারেন। সৌন্দর্য্য বা আনন্দ দান সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য বলেই সাহিত্য সুন্দর। জর্জ সান্তায়ানা একদা বলেছিলেন—'A object can't be beautiful if it can gives pleasures to nobody, a beauty to which all men are forever indifferent it is a contradiction in terms." কিন্তু তাঁকেও শেষপর্যন্ত স্বীকার করতে হয় সাহিত্য সুন্দর এবং তার উদ্দেশ্য আনন্দ—"Thus beauty is constituted by the objectification of pleasure. It is pleasure objectified." জীবনানন্দ কাব্যশরীর নির্মাণে মুক্তপক্ষী কিন্তু আবেদনে হৃদয়বার্তাই সত্য।

অবশ্য তিনি কখনোই বলেননি যে জাতি, সমাজ বা মানুষের চলতি সমস্যাগুলো কাব্যে প্রকাশিত হবে ন। সেই কারণেই তার কবিতায় সমকাল বিশেষভাবে উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেই সমকালীন সমস্যা দারুণভাবে চিহ্নিত হয়েছে তবুও শেষপর্যন্ত সেগুলি কাব্য হয়েছে। T.S. Eliot এর The waste land তো এইরকম ধরণের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধভক্তি' কিংবা 'নজরুলের বিদ্রোহী'— এসবই কোন না কোন সমস্যার প্রকাশ তবু এগুলো শেষপর্যন্ত আনন্দদান করতে চেয়েছে। আসলে কবি তত্ত্বের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছেন কেননা তত্ত্বের শৃঙ্খল থাকলে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশে বাধাদান করে আসে না। অথচ কাব্যের স্বচ্ছতা না হলে পাঠকের পক্ষে কাব্যের পাঠ গ্রহণ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সকলে তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, সকলে সকল ভাবও বুঝিতে পারে না।" সেই কারণে কবি স্পষ্টতা থাকা দরকার। অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে যে কবিতা আবেগ ও অনুভূতি তৈরী করে সেই কবিতাই পাঠককে আকর্ষণ করে। মিতলটন মারে বলেছেন— "The essential quality of good writing is precision; that must be kept at its maximum, and the writer who sacrifices one percent of precision for a gain of hundred percent in music on the downwarot path"

প্রাবন্ধিক কবিতা ও পদ্যের সীমানা নির্ধারণ করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। তাঁর মতে শরীর বা কাব্যদেহ নিয়ে যারা মাথা ঘামান তারা আসলে পদ্যরচনা করেন কেননা কোন বিশেষ মতবাদকে ছন্দে ফেললেই তা কবিতা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কবি মতবাদকে গ্রহণ করে সেগুলি আত্মস্থ করে কল্পনা ও আবেগের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তাকে প্রকাশ করে। সর্বত্রই একটা সুসামঞ্জস্যতা থাকে কবিতার পরতে পরতে। সামঞ্জস্য থাকে বলেই সেগুলো পাঠককে পীড়া দেয় না সেগুলো এক বিশুদ্ধ আনন্দদান করে থাকে। পদ্যের সে ক্ষমতা নাই। থাকলেও কবিতার মতো বিশুদ্ধ আনন্দ দান করতে পারে না। এজন্যই প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন –

"জীবন মানে জৈব্য নীতির দাস্য।
ভুলে জ্বলে ওঠা দৈব্য দীপ্তি, উর্মিল উল্লাস,
ভাঙে ভাঙে বুঝি প্রাণ শৃঙ্খলে অন্ধ অনুপ্রাস।"

তত্ত্বে বন্ধনমুক্তির আকাঙ্খাই কবির অভিপ্রেত জীবনানন্দও তত্ত্বে বাইরে এসে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। এখনেই বিজ্ঞানের বা ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ শুধু তথ্য থেকে কাব্যকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাই নয় কবিতার ছন্দোরূপ থেকেও কাব্যকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেকারণেই তিনি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে 'মুক্তক' ছন্দ প্রয়োগ করেছিলেন। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' না থাকলে যথার্থ শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। কবির সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষকের এখানেই পার্থক্য স্কট জেম্‌সের অভিমত এখানে প্রনিধান যোগ্য।— "The Scientific judgment must step in; where upon the artist in the cretic is displayed by the scientist, equipped well a bristling away of arguments to show why this poem play a morel deserves admiration of the reverse আসলে সাহিত্যের বাণীই স্বয়ম্বরা। কবি প্রাবন্ধিক সেকথাই বলতে চেয়েছেন। "আমি বলতে চাই না যে, কবিতার সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে চায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয়না-পদ্য লিখিত হয় মাত্র। —ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত মতবাদ ও চিন্তাপ্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা ও মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে-কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ, কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। শুকিয়ে থাকে কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে। অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়, জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর বালিকার মতো স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মতো; সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।" বস্তুতঃ প্রাবন্ধিক এখানে সবচেয়ে বেশি বিরুদ্ধাচারণ করেছেন মতবাদ পুষ্ট সাহিত্যকে তাঁর মতে—

১) মতবাদ প্রকাশ বা প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করলে তা কবিতা হবে না। সেটি সর্বোচ্চ পদ্যের স্তরে পৌঁছুতে পারে।
২) মতবাদ থাকলেও তা কবিতার ভাবের সঙ্গে এমনভাবে অস্থিমজ্জায় মিশে থাকবে যাকে পৃথকভাবে চেনা যাবে না অথচ সচেতন পাঠক অনায়াসেই সেই স্বাদ পেতে পারে।
৩) ভাব ও কাব্যশরীরের সঙ্গে মতবাদ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্গতি পূর্ণভাবে মিশে থাকবে।
৪) এই ভাবে সৃষ্ট যদি পীড়া না দিয়ে আনন্দ দান করে তবেই তা কবিতার স্তরে উন্নীত হতে পারে।

এ সীমারেখা অবশ্য মার্কসীয় তাত্ত্বিক সাহিত্যিকদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাদের মতে সাহিত্যে তত্ত্ব থাকবে এই তত্ত্ব সামাজিক দায়বদ্ধতাকেই প্রকাশ করে। যাঁকে তারা 'কমিটমেন্ট' নাম দিয়েছেন। কিন্তু কবি নির্দ্বিধায় মতবাদমূলক সাহিত্যকে খর্ব করে পদ্যের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। 'Poem' ও 'Poetry' শব্দদুটি যেমন ইংরেজি সাহিত্যে ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয় তেমনই কবি 'পদ্য' ও 'কবিতা' এই দুটি অর্থে আলাদা মাত্রা ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তবিকই যারা অস্তিবাদী (Existentialism) তারা মুখ্যতঃ আনন্দবাদী। Play theoryর মতো এরা কেবল খেলার আনন্দ খুঁজে পায় সৃষ্টির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথও এই খেলাতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান। সাহিত্যেরও মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান। প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ কেবল আনন্দের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং সেটিকেই কবিতার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত বলে মেনে নিয়েছেন। বেনেদেত্তো ক্রোচে এই বিষয়ে একবার বলেছিলেন— "Art is essentially, free from practical interest … because in art there is no suppression of any interest at all, rather art gives all our interests simultaneous free play in the image. It is only in this why that the individual image, transcending the particular and acquiring a value of totality becomes concretely individual." প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ মননে রোমান্টিক ছিলেন সেইকারণে তিনিও কবিতাকে ব্যক্তিমনের প্রকাশ হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু তিনি এলিয়ট, এজরাপাউন্ড মনে করতেন কাব্য ব্যক্তিমনের সৃষ্টি হলেও তা কখনো নিরাসক্তহীন হয়না। কাব্য সর্বদাই ব্যক্তিমনের নিরাসক্ত সৃষ্টি। তার মতে Impression and experience which are important for the man may take no place in the poetry, and

those which become important in the poetry may play quite a negligible part in the man, the personality" প্রকৃতপক্ষে কবিতার আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে কবির নিজ জীবনের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। কবি স্বকীয় দৃষ্টি নিয়ে সমাজ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করলেও কবিতার মধ্যে কবিমনের আবেগ ও অনুভূতির বোধ প্রকাশ পায়। সেই কারণেই বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতার সঙ্গে সাহিত্যের নিরপেক্ষতার তফাৎ আছে। এলিয়ট সেকথাও বলেছেন—"When a poet's mind is perfectly equipped for its work. It is constantly amalgamating desperate experience; the ordinary man's experience is chaotic, irregular, and fragmentary." প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ অনেক কবিতাতেই T.S. Eliot এর কবিতার ভাবধারা গ্রহণ করেছেন আবার এলিয়টের মতোই তিনি আধুনিক রোমান্টিক। ফলে তাঁর মধ্যে যুগসচেতনতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিরাসক্ত শিল্পী নন। সেই কারণেই তিনি এলিয়টের কাছে না গিয়ে ইয়েটসএর কাছে যেতে বলেছেন, যেরে বলেছেন বার্গাস'র কাছে। অর্থাৎ লোকশিক্ষা দানের ব্যাপারটিকে তিনি সাহিত্যে মেনে নিতে পারেন নি। "যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সৌন্দর্যের মতোই প্রধান জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানারকম সমস্যার উদ্ঘাটন তাঁদের আমি একথা বলতে চাই যে মুশ যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয় যাকে বলা হল কাব্য (বা শিল্প) যার কতকগুলি নাথ্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কী ধর্মের আস্বাদেও যা পাই না এবং ধর্ম বা দর্শনের ভিতর যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা পাইনা" অর্থাৎ প্রাবন্ধিক মনে করেন যে কাব্য কখনো লোকশিক্ষা দান বা দর্শন বিজ্ঞানকে প্রকাশ বা প্রচার করার জন্য লিখিত হয় না। কাব্যের রস সম্পূর্ণ আলাদা এখানে প্রাবন্ধিক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কাব্য বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কাব্যের প্রধান জিনিস 'রস', যা ধর্ম ব দর্শনের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। বোধ হয় এরিষ্টটল এই কারণেই কাব্যে ইতিহাসের চেয়ে অনেকবেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়—"Poetry is the higher and more philosophical than history" সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরাও মনে করতেন কাব্যের লাবণ্য অলৌকিক আনন্দদান করে পাঠককে আসলে প্রাবন্ধিক কোন সাধারণ ব্যবহারিক সম্পর্কে দেখতে রাজী নন তিনি মনে করেন কাব্য অহৈতুকী আনন্দ জাত এখানে কোন মতবাদ লোকশিক্ষা প্রভৃতি সাধারণ সমস্যা থাকা উচিৎ নয়। বাস্তবিকই তাই A.C. Bradley তাঁর 'Poetry for Poetry Sake' গ্রন্থে তিনি content ও 'Form' কে পৃথক করে দেখাতে চাননি। কেননা কবি ও কবিতা প্রায়ই সমার্থক হয়ে ওঠে। গ্যেটে বলেছিলেন - The beautiful is higher than the good, the beautiful includes in if the good." প্রাবন্ধিকের মতে মতবাদ প্রচার করা যদি কবির লক্ষ্য হয় তাহলে তার কবিতা দর্শন জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে সমান হয়ে ওঠে। কেননা দর্শনেরও উদ্দেশ্য মতবাদ প্রচার করা লোকশিক্ষা দান করা। ফলে মতবাদ প্রচারক কবির 'স্বকীয় সিদ্ধির' কোন অবকাশ নেই কবির মতে প্রয়োজনও নেই কেননা মতবাদ প্রচার করার সময় কবি নির্দেশিত Individual Talent প্রকাশ পায় না তাই মতবাদ কখনো সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। Howard Fast তাঁর বহুশ্রুত 'Literature & Beauty' গ্রন্থে বলেছেন 'The standard for realism is the distillation of the objective truth whether in the general or in the specific not the particular style a form which the writer may choose' বস্তুতঃ প্রাবন্ধিকও মনে করেন কবিতা লেখার জন্য কোন কষ্টকল্পনা, মতবাদের আধিক্য থাকা একেবারেই উচিৎ নয়। কতকটা A.C. Bradleyর মতো 'Poetry for poetry sake' এর মতোই ব্যপার। কবিতা কেবল কবিতার জন্যই সৃষ্টি হয়। সেইকারণেই The red ore watts Dunton কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন "Absolute poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmical language" জীবনানন্দ হয়তো Absolute Poetry বলতে এভাবে বহিঃবঙের কথা বলতে চাননি। কিন্তু তিনিও বিশ্বাস করতেন কবিতার মধ্যে Concrete and artistic expression' না থাকলে কবিতা হওয়া সম্ভব নয়। এই Concrete and artistic ছোঁয়া দর্শনের মধ্যে তেমনভাবে দেখা যায় না। যাকে প্রাবন্ধিক 'চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' বলেছেন সেটি থাকে না। এই কারণেই প্রাবন্ধিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—'দর্শন বা সমাজ সংস্কার বা মানুষের কর্ম ও মননের জগতে অন্য কোন বিকাশের ভিতর এই কল্পনা এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরণের সারবত্তা নেই'।

(পর্ব-২)

প্রাবন্ধিক দর্শনের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য করতে গিয়ে দেখেছেন কবিতা ও দর্শন উভয়েই অংশতপক্ষে জীবনের নানান সমস্যাকে উদ্‌ঘাটন করে থাকে। কিন্তু দরশনে যেভাবে জীবন সমস্যা চিহ্নিত হয় কবিতা তেমনভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। দর্শনে নিরপেক্ষতা কঠোর ভাবে বাস্তব। কবিতাও বাস্তব তবে তা কল্পনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হবে। কবির মতে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য এবং এই সৌন্দর্য সৃষ্টি আনন্দের সূচনা ঘটায়। যা কাব্যের চরম পরিণতি বলা চলে। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ কতকটা এইরকম ভেবেছিলেন— "Just as technique is not all, so even Beauty is not all in Art. Art is not only technique or form of Beauty, not only the discovery or the expression of Beauty-it is a self-expression of consciousness under the conditions of aesthetic vision and a perfect execution or to put it otherwise, there are not only aesthetic values, but life values, mind values, soul values that enter into art." অর্থাৎ ঋষি অরবিন্দ যেমন কলাকৈবল্যবাদীদের মতাদর্শকে মেনে নিয়েও সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিকটিকেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশও বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করেননি। তবে তিনি কবিতার বিষয়বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ততাকেই চিহ্নিত করেছেন এবং আনন্দও সৌন্দর্য সৃষ্টি ব্যতীত কবিতার আর কোনো উদ্দেশ্যকেই তিনি আসন দিতে চাননি। সেই কারণেই তিনি দর্শনের মধ্যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেছেন অর্থাৎ দর্শন কেবল আমাদের সঞ্চিত জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে হৃদয়বোধকে জাগ্রত করে না। কবিতার আবেদন হৃদয় দিয়ে, বোধ দিয়ে। তাই কবিতার আবেদন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সৌন্দর্যময়।

প্রাবন্ধিকের মতে কবি পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যায় সৃষ্টি হয়। কবির এই অল্পসংখ্যা বাদ দিলে বাকী কবিতা আসলে উপকবি। অর্থাৎ 'কবির সদৃশ'। (অব্যয়ীভাব সমাস) আসলে কবি বলতে তিনি এমন এক উচ্চমার্গের লেখকদের বুঝিয়েছেন যারা নিজে থেকেই সিদ্ধ। তাই কোন লেখক যদি একাধিক বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তাহলে সেও সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। উপকবিরা সব্যসাচীর মতো সবদিকে দক্ষ বলে কবিতার বিচিত্র রঙ তাতে থাকে লেখক একথা বলার অর্থ আসলে এই জাতীয় কবিদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। অর্থাৎ কবির প্রতিভা হতে হবে মৌলিক এই মৌলিকত্বই তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তুলনামূলকভাবে তা দ্বিতীয় স্তরের কবিদের থেকে পৃথক করে রাখে। সেক্সপীয়ারের নাটক এক অর্থে মনস্তাত্ত্বিক ধারণার ফল। কিন্তু তিনি যেভাবে তাকে দেখেছেন তা একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নয়, একজন মৌলিক সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে। তাই যদি তাঁকে রানী এলিজাবেথের সমাজব্যবস্থা কিংবা ইংলন্ডের তৎকালীন রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন করতে বা বক্তৃতা দিতে বলা হত। তাহলে তিনি কখনোই সারবত্তা অর্জন করতে পারতেন না বরং একধরণের পক্ষপাতিত্ব ও মতাদর্শ থেকে যেত নিরপেক্ষ হবার সুযোগ খুব কম থাকত। অথচ প্রাবন্ধিকের মতে সাহিত্যে নিরপেক্ষ থাকা একান্ত দরকার। নিরপেক্ষ সাহিত্য দীর্ঘজীবি হয় আর মতবাদপুষ্ট সাহিত্য ক্ষণস্থায়ী হয় একথা পূর্বেই প্রাবন্ধিক বলেছেন। কবি এলিয়টও একদা বলেছিলেন No art is more stubbornly national than poetry". মতবাদপুষ্ট সাহিত্য এই স্তরে পৌঁছুতে পারে না। এই গুণগুলি ছিল বলেই প্রাবন্ধিকের মতে সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ এঁরা যথার্থ কবি হতে পেরেছেন। তাঁর মতে বৈষ্ণবযুগ থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মতো কোন কবি জন্মগ্রহণ করেননি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক বলেছেন রবীন্দ্রনাথ কেবল শিল্পের জন্যই শিল্পচর্চা করেছেন। তাই লেখকের অভিমত হল—"অন্য সমস্ত প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যেই তাঁকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্মও নেই কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন — কবির হাতে আর নয়।" বরং প্রাবন্ধিকের এই মন্তব্যে কিছুটা স্ববিরোধ রয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মন্তব্যটি যথার্থ। কেননা সাহিত্যিকের মধ্যে কোন বিশ্বের না থাকলেও সমাজ, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি সবই থাকবে তবে তা বা প্রত্যক্ষ নয়। কবির আত্মীকরনের ক্ষমতায় তা দ্রুত বদলে স্বকীয় প্রতিভায় তা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। কল্পনা কাব্যের জননী তাকে ছাড়া কাব্যরচনা সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিকের মতে "কাব্যজগতে কল্পনা মনীষার মুক্তি নেই" এবং তার প্রয়োজনও নেই সুতরাং কল্পনা ভিন্ন কবির পক্ষে কাব্যরচনা করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন তাহলে কি কবি বাস্তববিচ্যুত। বাস্তবের কোন ধারণা কি কবির মনে থাকবেনা? এর উত্তরে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন তিনিও বিশ্বাস করেন এবং কাব্যের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ আছে কিন্তু সেই ধারণা এমন ভাবে থাকে যা প্রচ্ছন্ন এবং অন্ততঃ সেই ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। তবে কবির পক্ষে যেমন জীবনকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় জীবনকে বাদ দিয়েও তেমনি কাব্যরচনা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ কতকটা এইরকমই বলেছিলেন—'সাহিত্যরচনা বিষয় মানব হৃদয় ও মানব চরিত্র। সুতরাং জীবনকে বাদ দিয়ে কখনোই সাহিত্যরচনা সম্ভব নয়। বাস্তব বিচ্যুত সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য নয়। T.S. Eliot একদা

বলেছিলেন 'The poetry of a people takes its life form the speech and in form gives life to it and repression highest point of consciousness its eatest power of most delicate sensibility." বক্তব্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও কবিতায় জীবনের উপস্থিতিকে স্বীকার করা হয়েছে। জীবন তাই সাহিত্যে থাকা দরকার। যদিও আধুনিক বস্তুসর্বস্ব সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিজীবনকে প্রকাশে বাধাদান করছে। এই কারণেই চার্লস মরগ্যান বলেছিলেন 'An artist is not in the world to crucify humanity but to was its feet' আসলে জীবন শব্দটি প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশের কাছে 'বাস্তবতা' বা 'Reality'র সমার্থক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনই তাঁর কাছে জীবনসংজ্ঞায় নতুন মাত্রা পায়। প্রাবন্ধিক আগেও বলেছেন জীবন বা বাস্তবতা সাহিত্যে থাকা দরকার। তবে তা আসতে হবে অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। Howard Fast তাঁর Literature & Reality গ্রন্থে যথার্থই বলেছিলেন— "The only approach to truth is a historic one, an approach apprehends the phenomenon in terms of its part and its future." সেই কারণেই প্রাবন্ধিক বলেছেন যে বাস্তবতার কল্পনা অসামঞ্জস্য হলে হবে না। 'অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না'। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে যে বাস্তবকে বোঝান হয় সেই বাস্তব কবির লক্ষ্য নয়। রামের জন্মস্থান নিয়ে অযোধ্যার চেয়ে কবির মনোভূমি অধিকতর বাস্তব। কবি জীবনানন্দ যখন কবিতা রচনা করেছেন তখনও তিনি কল্পনায় সৃষ্টি হওয়া বাস্তবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। একদা রবীন্দ্রনাথ ডাডাইস্‌স বা ডাডাবাদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন পাঠক মনে চমক লাগানোই এই মতবাদের উদ্দেশ্য। বাস্তবিকই ক্ষণিকের চমক সাহিত্যে জীবনানন্দ মেনে নিতে পারেননি। সেইজন্যই তিনি বাস্তব শব্দটিকে আলাদা মাত্রায় ব্যবহার করেছেন যা আসলে জীবন শব্দের সমার্থক। যদিও তাঁর সাহিত্যে ডাডাবাদ বা পরাবাস্তববাদের স্পর্শ রয়েছে তথাপি তিনি সাহিত্যকে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় লালিত করেছেন। যদিও T.S. Eliot তাঁর 'The use of Poetry' গ্রন্থে বলেছেন— "The Poetry of a people takes its life from the people's speech and in form gives life to it and represents its highest point of consciousness, its eatest power and its most delicate sensibility" তথাপি জীবনানন্দ এই মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি মনে হয়। তাই তাঁর কাছে কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ হিসাবে পরিগৃহীত হয়েছে। কবিতার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে তা কবিতার স্বচ্ছতা ও স্বতোস্ফূর্ততার ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। বিধাতার কবি বারবার গড়েন ও ভাঙেন তারপরই সৃষ্টি হয় কবিতার। যে কারণে বিশৃঙ্খলা, অসঙ্গতি কবির কাছে হয়ে উঠে এক এক পূর্ণ বা অখন্ড সত্যের স্বরূপে। কল্পনাই বাস্তবের খন্ডিত রূপকে অখন্ড রূপে প্রকাশ করে। "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যই কবির কল্পনা প্রতিভার বিচ্ছুরণের কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সে রকম কোন লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই।" কল্পনা বিলাস মহৎ কবির লক্ষণ হলেও কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ থাকে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। যথা–

১) ভাঙাগড়ার খেলার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলিত, অসঙ্গতিকে পূর্ণতা দিয়ে একটা পূর্ণতম রূপ তৈরি করেন সমাজের। মানব জীবনের ফলে সৃষ্টি হয় এক সুসীম আনন্দ।

২) কবিতার আবেদন হৃদয়ের কাছে, সহৃদয় পাঠক যথার্থ রসস্বাদ খুঁজে পাবে। অর্থাৎ উপলব্ধি উপলব্ধি বোধ না থাকলে কবিতার আস্বাদ করা সম্ভব নয়।

প্রাবন্ধিক সমাজ ও জীবনের সঙ্গে কবিতার নিবিড় সম্বন্ধের কথা মনে রেখেও কবিতার সামাজিক বা অন্যকোন প্রয়োজন আছে কিনা তা যাচাই করে দেখিয়েছেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন কবিতা যেমন লেখার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন হয় তেমনি কবিতা পাঠ করার জন্যও পাঠকের প্রতিভার প্রয়োজন হয়। তাই ভালো লেখকের সংখ্যা যেমন অপ্রতুল তেমনি ভালো পাঠকও পৃথিবীতে বেশ কম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করতেন সকলে তত্ত্ব বুঝিতে পারে না সকলে সকল ভাবও বুঝিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণ হয়, লোকের যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে তেমনি ভাবুকতারও আছে।" অর্থাৎ জীবনানন্দ অগ্রজ কবির ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। জীবনানন্দের কাব্য দুরূহ একথা তাঁকে একাধিকার শুনতে হয়েছিল। এও দুরূহতা যেমন ভাষার ক্ষেত্রে ছিল তেমনি অনেকসময় ভাবও অসামঞ্জস্যছিল বলে সমালোচকরা মনে করতেন। কিন্তু জীবনানন্দ মনে করতেন ভালো বোদ্ধা পাঠকের সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীতেই বড় কম। উপযুক্ত মেধা না থাকার কারণেই কবিতা বুঝতে অসুবিধা হয় পাঠকদের। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক কবি সমাজের অনেক কবির নামেই দুবোর্ধ্যতার অভিযোগ উঠত। স্বয়ং এজরা পাউন্ড বা টমাস ষ্টার্ন এলিয়টের মতো বিশ্ববন্দিত কবিরাও পাঠক সমালোচকদের কাছে দুর্বোধ্য ছিলেন। সমালোচক হার্ভার্ড রীড বলেছিলেন— "In order to remain faithful to the inner language form, the poetry must invent words and create images, he must mishandle and stretch meaning of word" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে হলে যে স্পষ্ট হতে হবে এ যুক্তি সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথও সেকথা মানতেন 'প্রকৃতির নিয়মানুসারে কবিতা কোথাও

স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট” সুতরাং জীবনানন্দের বক্তব্য এই সব সমালোচকদের দূরবর্তী নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক। এই কারণেই ঊনবিংশ, বিংশ শতকে যেসব কাব্য রচিত হয়েছে সেই সব কাব্য কবির মতে গনপাঠক যে বুঝবে এমন ধারণা করা হাস্যকর। কেননা এই কাব্য পাঠ করে বোঝার জন্য যে মেধা শক্তি থাক্র দরকার সাধারণ পাঠকের তা নেই। অন্ধকারের মধ্যে থাকা প্রদীপকে অদৃশ্য কোন হাত সরিয়ে এনে নতুন আলো প্রজ্জ্বলন করে তখন প্রদীপের সৌন্দর্যই বদলে যায়। প্রকৃত পাঠক অথবা কবি উভইয়েই যদি সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতার অধিকারী না হয় তাহলে তারা কোনদিনই যথার্থ কাব্যরসিক ব কবি হতে পারে না। সেই কারণে কবি বলেছেন—“সামগ্রিকতা ও সময়হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্যে শুধু - সকলের জন্যে নয়-অনেকের জন্যে নয়।” প্রাবন্ধিক বরাবরই বলতে চেয়েছেন পাঠক এবং লেখক উভয়কেই বোদ্ধা হতে হবে তবেই কাব্যের যথার্থতা বোঝা যাবে। কেননা কবিকে স্থায়ীত্ব অর্জনের জন্য শ্রেষ্ঠ কবিত্বের প্রয়োজন যা দিয়ে পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সেইজন্য কোন কবিকে “তার প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে; হয়তো কোন একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতারও প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয় মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেতে বুননের জন্যে।”

‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখক সমকাল ও চিরকালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে মূল্যায়ণ। এই প্রবন্ধটির সঙ্গে ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ নামক বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধটির ভাব সাদৃশ্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি যুগ ও স্বতন্ত্র সাহিত্যের নাম। প্রাবন্ধিক পূর্বেই বলেছিলেন—“বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।” কবি তথা প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে বলেছেন ইদানিং কাল ধরেই পৃথিবীর কোন দেশই এরকম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণা করে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যের নৃপতি সে কথা প্রাবন্ধিক কায়মনোবাক্যে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছেন আত্মার ঘনিষ্ট হয়ে আছেন তা অন্য কোন পূর্বের বা সমকালের কোন কবির মধ্যে দেখা যায়নি। অবশ্য দেখা সম্ভবও ছিলনা কেননা অন্যরা কেবল কবি রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। এবং রবীন্দ্রনাথের মহাকবিত্ব অন্য কোন কবিদের তুল্যযোগিতায় আসতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাংলা সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শনকে প্রকাশ করতে পেরেছেন সেই প্রণালী কেবল প্রাচীন কবিরা অনুসরণ করেছিলেন। এখানে প্রাচীন কবি বলতে প্রাবন্ধিক প্রধানত দুই কবিকে বুঝিয়েছেন প্রথমজন সেক্সপীয়ার দ্বিতীয়জন কালিদাস। পূর্বের আলোচনায় তিনি সেক্সপীয়ারের কবিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন। সেক্সপীয়ারের কাব্যের ‘সারবত্তার যে আশ্চর্য ব্যাপক গভীরতা’ তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ “সকলদেশের সাহিত্যেই দেখা যায় একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তাঁর যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে, সেই যুগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান, ভাবে বা ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে, সেই কবিকে এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।” বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বযুগ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তাই নতুন কোন কবি যেখানেই কাব্যরচনা শুরু করুকনা কেন তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছিলেন—“কোন নবীন লেখক যদি সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নিজস্ব ভাষা সন্ধানের চেষ্টা না করে, রবীন্দ্রনাথেই আপ্লুত হয়ে থাকে সে অতিমূর্খ। পরিণত বয়সেও যদি কোনও লেখক রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরে সরে থাকে, তাঁকে জীবনযাপনের সঙ্গী করে না নেয়, তাহলে সে আরও বড় মূর্খ।” বুদ্ধদেব বসু দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করে কাব্যরচনা করা কোন কবির পক্ষেই সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মোহিনী মায়ার চোরা বালিতে শেষপর্যন্ত সকলকেই ডুবতে হত। প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশও মনে করেন কোনদিনও রবীন্দ্রনাথকে ‘ডিঙিয়ে যাওয়া’ সম্ভব নয় কোনও নবীন কবির পক্ষে। কল্লোলের লেখক-বৃন্দের অন্ধ রবীন্দ্র বিদ্রোহ জীবনানন্দ সমর্থন করতে পারেন নি। সেই কারণেই এই আন্দোলনকে যথার্থ আন্দোলন বলে মানতে রাজী ছিলেন না। কেননা রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি যেখানে অবশ্যম্ভাবী সেখানে তাকে উপেক্ষা করা কোনও আন্দোলন হতে পারে না। এই কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসুর মতো সুপন্ডিত সাহিত্যিকও বাইরে রবীন্দ্র বিরোধিতা করলেও অন্তরে চরমভাবে রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন এবং তাঁদের সাহিত্যে রবিন্দ্রনাথের উপস্থিতি অকপটে স্বীকার করেছেন। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথকে কেবল আধুনিকতার প্রবর্তক বলেই মনে করেননা বরং চিরন্তন আধুনিক হবার সমস্ত গুণাবলী তিনি লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক জ্যেষ্ঠ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সৃষ্টির পূর্ববর্তী স্তরে গীতিকবিতার অপূর্ব সুর শ্রুত হয়েছিল তাঁর ‘অশোকগুচ্ছ’ প্রভৃতি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে অন্যমাত্রা এনেছিল। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে অনেকসময়ই রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নেই। এটা লক্ষ্য করে সমালোচক ক্ষুদিরাম দাশ বলেছেন—“তিনি সামান্যভাবে, বিষয়বস্তুতে কোথাও কোথাও মাত্র, কাব্যানুভব অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভঙ্গী মধুসূদনীয় হয়েও তাঁর একান্ত নিজস্ব। নৈসর্গিক বস্তুতে মানুষের ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করায় তাঁর জুড়ি নেই।” এই

বৈশিষ্ট্যকে Personification বলে। রবীন্দ্রসঙ্গ লাভ করেও রবীন্দ্র সাহিত্যের তেমন প্রভাব তাঁর কাব্যে নেই একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। সেদিকটাই জীবনানন্দ বলতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিক আরও মনে করেন অতীতের বাংলা কাব্যের দুএকটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা গেলেও তার চেয়ে বেশি দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে আশা করা যায় না। পৃথিবীতে কোন কবি বিদ্রোহ করার অভিপ্রায় নিয়ে আসে না যুগ ও সমকালীন বাস্তব পরিমন্ডল তাকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করায়। সমালোচক প্রাবন্ধিক মনে করেন এইভাবেই একজন কবির কাবাঙ্গিক ও কাব্যভাষা বিচিত্র হয়ে ওঠে স্বাতন্ত্র্য পায়। এই রূপবৈচিত্র ও স্বাতন্ত্র্য কেবল কাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব বলে মনে করেন। কাব্য আসলে সমকালীন যুগ ও জীবনের প্রত্যয় প্রতিফলনে সৃষ্টি হয় যা অন্য কোন কারুশিল্পের পক্ষে অতখানি সম্ভব হয় না। এই কারণেই টমাস স্টার্ন এলিয়ট কবিতার কবির মধ্যে দেখেছিলেন যুগগত অভিজ্ঞতার প্রাধান্য। When a poet's mind is perfectly equipped for its work. "It is constantly amalgamating desperate experience, the ordinary man's experience is chaotic, irregular, fragmentary." কবিতার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা প্রধানত যুগগত অভিজ্ঞতা, মানবজীবনও সমান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। আধুনিক কবিতার উদ্ভবের পশ্চাতে কবিদের এই যুগগত অভিজ্ঞতাই কাজ করেছিল বলেই মনে করেন তিনি। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করে আবু সঈদ আয়ুব বলেছিলেন — কালের দিক থেকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কবিদেরই আধুনিক কবি ও তাদের কবিতাকে আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে। কিন্তু 'আধুনিক কালের কবি হলেই আধুনিক কবি হয় না।' তাই মানসিকতার আধুনিকতাই শ্রেষ্ঠ আধুনিকতা। ফ্রস্ট রবীন্দ্রনাথও এই মতের অনুসারী। ফ্রস্ট বলেছিলেন— A modern poet must be one that speak to modern people no matter when he lived in the world." রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রাবন্ধিকের ধারণায় রবীন্দ্রসমকালে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ দাবিদার নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন তার ছন্দের বিচিত্রমুখী প্রয়োগের জন্য তাঁকে ছন্দের যাদুগর উপাধি দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বহিরঙ্গ বর্ণমালা নিয়ে যতখানি ভেবেছিলেন কবিতার মননধর্ম নিয়ে ততটা ভাবেননি ফলে তাঁর কবিতা হৃদয়ের অনুভূতিবর্জিত। কবির এই মননধর্মহীনতা প্রাবন্ধিককে মর্মাহত করেছে। মধ্যযুগের শেষপাদের কবি ভারতচন্দ্র রায় বলেছিলেন 'যে হউক সে হউক ভাষা কাব্যরস লয়ে' অর্থাৎ ভাষার সঙ্গে কাব্য রস মিশে না থাকলে ভাষা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ছন্দমেলানোর তাগিদে অনেক সময়ই রসবোধ ক্ষুন্ন হয়েছে ফলে মননধর্মও উপেক্ষিত হয়েছে কাব্যের ক্ষেত্রে। যদিও সমালোচক ক্ষুদিরাম দাশ তার মধ্যে 'রূপাভিনিবেশ' দেখেছিলেন। মননেরই একটি রূপ এই রূপাভিনিবেশ। তাঁর ভাষায়—"তিনি একান্তভাবে রূপের সন্ধানী ছিলেন। এই নিসর্গ বাঙলায়, পল্লীর আলোছায়ায় একটি স্বকীয় রূপকথার রাজ্য গড়ে তুলে তার আস্বাদ আমদের যথাসাধ্য দেওয়ার সংকল্পেই ভাষাভূমিকর্ষণ এমন কথা বললে খুব অসঙ্গত হয় না।" সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ। তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাণের স্পন্দন খুব কম। তিনি রূপরীতি বা আন্তরিক তাৎপর্য কোনদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষত্ব লাভ করতে পারেন নি। করা সম্ভবও ছিলনা, এমনকী 'বাংলা ভাষায় যুক্ত অক্ষরের পূর্বস্বরকে যে আমরা গুরু বা দু-মাত্রায় উচ্চারণ করার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যটি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে প্রথম দেখা গেছে বলে যে দাবী ওঠে প্রাবন্ধিক মনে করেন সেই বৈশিষ্ট্যটি পূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যে দেখা গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বেশিরভাগ কবিতাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি নমুনা—

ঝর্ না : ঝর্ না / সুন্দরী সুর্ না
তর লিত : চন্দ্রিকা / চন্দন : বর্না প্রভৃতি।

এখানে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের কৃত্রিমভাবে দীর্ঘ করা হয়েছে। এভাবেই সত্যেন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে নতুনত্ব এনেছেন। রবীন্দ্রকাব্যেও এই জাতীয় প্রয়োগ পূর্বেই দেখা গেছে। প্রাবন্ধিক মনে করেন রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার সৃষ্টি হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের তিরোভাবের পরে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তিরিশের দশকের কবিদেরই যথার্থ আধুনিক কবি বলে মনে করেন। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত - এই সময়ের কবি। তবে প্রাবন্ধিক বিদগ্ধ সমালোচকের মতোই এই সময়ের কবিদের আধুনিকতার চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে একটি বৃহৎ যুগও জীবনের মুল্যায়ন রয়েছে। যা আসলে ইউনিভার্সাল বা চিরায়ত। প্রকৃত কবিতা বা সাহিত্য সমকালের গন্ডী অতিক্রম করে চিরকালের প্রেক্ষাপটে অমরত্ব লাভ করে। এটিই কবির কাব্য সত্য বা দার্শনিক সত্য। লে হান্ট বলেছেন 'Poetry begins where matter of fact or of science ceases to be merely such and to exhibit a further truth, the connection it has with the world of emotion and its power to produce imaginative pleasure"। প্রাবন্ধিক অবশ্য মনে করেন রবীন্দ্রনাথের কিছু মননশীল কবিতা ও প্রবন্ধ বাদ দিলে রবীন্দ্রকাব্যে সমাজ চেতনা ও ইতিহাস চেতনা একটা নির্ধারিত সময়ের পর তেমন করে দেখা যায় নি। অথচ প্রাবন্ধিক এর

মতে ইতিহাসচেতনা ও সমাজচেতনা কবির বা সাহিত্যিকের থাকা একান্ত দরকার। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা প্রবন্ধে স্পষ্ট দুটি বিভাজন করেছেন প্রাবন্ধিক। একটি হল প্রখর ও জাগ্রত মনের সমাজ ও ইতিহাসচেতনা সমৃদ্ধ সাহিত্য। অন্যটি এগুলি থেকে বিচ্যুত বা প্রায় বিচ্যুত সাহিত্য। যে অংশ থেকে রবীন্দ্রনাথ সমাজ বিচ্যুত হয়েছেন বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক, সেই অংশ থেকেই আধুনিক কবিরা তাদের আধুনিকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক কবিদের যে আধুনিকতা তা রবীন্দ্রকাব্যে অনায়াস লভ্য। অথচ রবীন্দ্রনাথ কেবল আধুনিকই নয়। আধুনিক কবিদেরও পথপ্রদর্শক। আসলে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতা বলতে বুঝেছিলেন—"বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিস্বকে নির্বিকারভাবে তদ্‌গতভাবে দেখা। সেইকারণেই তার কাছে 'আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে'। বুদ্ধদেব বসু এইজন্যই বলেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই।" কিন্তু জীবনানন্দ দাশ মনে করেন প্রথম দিকের রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় বা শেষের পর্বের রবীন্দ্রনাথ এক নয়। শেষের পর্বে অর্থাৎ 'পুনশ্চ' 'আরোগ্য' 'রোগশয্যায়' - এই সব অন্ত্যপর্যায়ের কবিতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে গাঢ়তম সমজচেতনা ব ইতিহাস চেতনা কোনটাই তেমনভাবে উপস্থিত নয়। অবশ্য সমালোচক তথা প্রাবন্ধিক মনে করেন সমাজবোধ বা ইতিহাস চেতনা কোনদিনই রবীন্দ্রকাব্যের মূখ্য বিষয় ছিল না। এবং শেষপর্যায়ের কাব্য এইসব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ছিল বলেই এইকাব্যগ্রন্থগুলোতে রবীন্দ্রপ্রতিভার তেমন বৈচিত্র নেই। এখানেই তাঁর সঙ্গে আধুনিক কবিদের অমিল বলে মনে করেন প্রাবন্ধিক। তবে সকল আধুনিক কবিদের কথা তিনি বলেননি। 'দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে।" অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই আধুনিক কবিদের কাব্যভাষা ও চিন্তনে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে। কবিতার মূল্যায়নে কাব্যভাষাই প্রধানতম শর্ত। 'শব্দ তথা ভাষাই কবিতার মূল, ভাষাই এক ধরণের কবিতা।' সেইকারণেই সমালোচক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—"প্রথম শ্রেণির কবির প্রাথমিক কাজ মৃত শব্দকে সঞ্জীবিত করা, অথবা পুরানো অচল শব্দ বর্জন করে নতুন শব্দ, ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টি ও প্রয়োগ। প্রাণবন্ত শব্দ সংস্কৃতির সজীবতার লক্ষণ। শব্দ ও ভাষা শুধু অক্ষর বিন্যাসে নয়, চেতনার ও বাহক; শব্দ ও চেতনার মধ্যে হরগৌরীর সম্পর্ক।" সমাজ চেতনা ও ইতিহাস চেতনায় তাই আধুনিক কবি জীবনানন্দের কবিতার গাঢ় রূপ মর্মার্থ সূচক শব্দের প্রয়োগ অভ্যন্তরীন বোধকে জাগিয়ে দেয়। এখেন—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।' প্রাবন্ধিক মনে করেন রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিসিজম বা ভাবাবেগ আধুনিক কবিদের কাব্যে অনেকক্ষেত্রেই বাদ দিয়েছেন কবিরা এমনকী হোরেস ওয়ালপোলের মতো কঠোর কঠিন বাস্তবের ছবি আঁকার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল তারা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বন গ্রহণ করেছেন বলে মনে করেছেন। এদেরই তথাকথিত ভাবে রবীন্দ্রবিরোধী কবি গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। এই কারণেই কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকার লেখকেরা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র সমকালে রবীন্দ্রানুসারী কবিতা সেই স্বাতন্ত্র্য অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ফলে কালের নিয়মে তাদের প্রায় বিলয় ঘটেছে। আধুনিক কবিদের রবীন্দ্রভাবনা ও ভাষা থেকে বের হয়ে নিজস্বতা নির্মানের প্রক্রিয়াকে কবিদের 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন বলেছেন। আধুনিক কবিতা শুধু গদ্যকবিতা নয়। আধুনিক কবিদের কাব্যে আছে এক সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ যা প্রত্যেক কবির স্বতন্ত্র কাব্যসমীকরণ তৈরী করে দিয়েছে। প্রাবন্ধিক সরাসরি না বললেও তিনি রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে ভাববাদকেই লক্ষ্য করেছেন আর আধুনিকরা চেয়েছিলেন ভাববাদমুক্ত কবিতা। অথচ নবীনদের কাব্যে কোথাও কোথাও ভাববাদ এসে গেছে নিতান্তই যুগ ও সমাজের বেষ্ঠনীতে থাকার ফলে। এই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট কবিতাগুলিকে বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতা বলে প্রাবন্ধিক আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ ও বাস্তববাদ, আধুনিকতা বলতে বুঝেছিলেন ভাববাদ মুক্ত কাব্য প্রকরণই অন্ততঃ এই মতামত থেকেই তা স্পষ্ট কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায়ও ভাববাদ ধরা পরেছে অনেক স্থলেই। তাহলে জীবনানন্দ কী কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবি নন? আসলে ভাববাদ কেবল রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি নয়। ভাববাদ একটি ধারণা যা সব সাহিত্যেই অল্পবিস্তর এসে পাওয়া অস্বাভবিক নয়। সেক্ষেত্রে কবির তথা প্রাবন্ধিকের দেওয়া বক্তব্যই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। পূর্ণতর রূপ বা সৃষ্টি রহস্যের নতুনতর অর্থসন্ধানে রত এই সব আধুনিক কবিরা তাই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ অল্পবিস্তর তাদের কাব্যে থাকলেও তা রবীন্দ্রনাথ কবিতার ভাবনা ও ভাষার সঙ্গে প্রভেদ থাকার কারণে সে ভাষা বদলে গিয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। প্রাবন্ধিক মনে করেন যে স্বাতন্ত্র অর্জন করলেও এই সব আধুনিক কবিদের পক্ষে সার্থক কবিতা লেখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা "গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজি কবিতার বিরাট ট্রাডিশন আমাদের দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রের সৃষ্টি রহস্যোৎসারিত বড় কাব্যের পর নতুনতর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েও বিশ্ব রহস্য সম্বন্ধে নতুন দায়িত্বপূর্ণ মহদুক্তি করার মতো ভাবনা প্রতিভার একান্তই অভাব। স্বদেশ ও বিদেশের আধুনিকদের মধ্যে।" ঠিক একই কথা বলেছিলেন বিশিষ্ট আধুনিক কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' প্রবন্ধে। আসলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছে, তাকে অতিক্রম করা কোন কবির পক্ষেই সম্ভব ছিল না, যেমন ছিলনা ইংরেজ কবিদের পক্ষে ইংরেজী কবিদের

ট্রাডিশনকে অতিক্রম করা। রবীন্দ্র কবিতা আসলে ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য। তাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এই ধরণের কবিদের কবিতা শেষ পর্যন্ত লোকায়ত হয়ে ওঠে। প্রাবন্ধিক আধুনিক কবিদের লোকায়ত কবির সঙ্গে একীভূত করেছেন। কেননা বেশিরভাগ কবির মধ্যেই বিশ্বরহস্যভেদী কল্পনার অভাব, কতিপয় কবিই পেরেছেন এই বিশ্ববোধের দিকে সফল হতে। তবে কবি তথা প্রাবন্ধিক মনে করেন এই বিশ্ববোধও সর্বক্ষেত্রে সফল হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কোন আধুনিককেই তুল্যমূল্য স্থানে আনার পক্ষপাতী ছিলেন না। আধুনিকরা রবীন্দ্রনাথকে যে বাস্তব বিচ্যুত কবি বলে অবমাননা করে ছিলেন জীবনানন্দ তার জবাব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনও বাস্তব বিচ্যুত তো নয়ই বরং আধুনিক কবিরা যা বলতে চান তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আছে এবং বিশুদ্ধভাবেই আছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আধুনিক কবি। তবে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আধুনিক কবিদের ভাবনার পার্থক্য হল প্রধানত একটি ক্ষেত্রে সেটি হল রবীন্দ্রকাব্যে কল্পনা প্রতিভার গুরুত্ববেশি। আধুনিকদের কাব্যে মননের দীপ্তি বেশি গাঢ়। রসের নিকটে আত্মসমর্পন আধুনিকদের কাব্য নয়। এখানেই রবীন্দ্র কবিতার সঙ্গে অন্যান্য কবিতার পার্থক্য। প্রাবন্ধিক মনে করেন যে শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে যেভাবে দেওয়া হয় সেটি যথার্থ সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করেনা। তাই এই 'দূষিত শিক্ষার' কারণেই কাব্যপাঠের দিক থেকে সমাজে জীবনযাত্রার মান উন্নত না হলে কবিতার যথার্থতা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা কখনোই সম্ভব নয়। কবিতা বোঝার জন্য হৃদয়ের অনুভূতির পরিবর্তনের দরকার বলে তিনি মনে করেন। কেননা কবিতার আবেদন হৃদয়ের কাছে। সেইকারণেই বেশ কিছু লোক কবিতা পাঠ করেও কবিতার যথার্থ অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতে পারেনা। আধুনিক কবিদের কাছে হৃদয়ের ভাষা কম মননের ভাষা বেশি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

1) Fast Howard, Literature &Reality, International publishers, Newyork, 1950.
2) Gorkey Maxim, Articles in Pamphlets, Foreign Language Publishing House, Moscow, 1950.
3) Caudwell Christopher, Illusion and Reality, Macmillan, Newyork, 1937.
4) Tagore Rabindranath, Personality, Macmillan, Newyork,1917.
5) Plato, Republic, Hackett Publishing Company, 1992.(Translate by G.M.A. Grube and Revised by C.D.C. Reeve).
6) Arnold Matthews, The Study of Poetry, Faber &Faber,1980.
7) Mackail John William, Coleridge's Literary Criticism', H.milford, 1921.
8) Coleridge, Biographia Literaria, Ram Brothers India Pvt.Ltd.NewDelhi, 2008.
9) Eliot T.S., The Literary Criticism, Bloomsbury Publishing, Newyork, 2014.
10) Shelly .P.B., A Defence of Poetry, Ginn &co.Boston, 1981.
11) Croce. B.The Essence of Aesthetics, Leopard Classic, 2011.
12) Santayana George, The Since OF Beauty, Dover Publications, 1955.
13) Singh G. Ezra Pound as Critic., Palgrave Macmillan,1994.
14) Read .E. Herburt Philosophy of Modern Art, Faber &Faber, 1979.
15) Murry Middleton, The Problem of Style, Kessinger Publishing Co.2010.
16) Morgan Charles Langbridge, Dramatic Critic: Selected Reviews (1922-1939), Oberon Books,1975.
17) দাশ জীবনানন্দ, কবিতার কথা, বিভাস, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৮।
18) ইসলাম কামরুল, জীবনানন্দ দাশ : বিচিত্র চেতনার সময়োত্তর কবি, কালি ও কলম, জুলাই-আগস্ট, ২০১৫। (সম্পাদক-আবুল হাসনাত), ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৫।
19) রহমান মতি, কবিতার কথা; কবিতার ইস্তেহার, শিল্প সাহিত্য, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৪।
20) ভট্টাচার্য তপোধীর, কবিতার রূপান্তর, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৩।